সংবাদ
ঢাকা : শনিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৩৯৪
তারিখ 18 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ
6
১লা শ্রাবণ ১৩৯৪ বং

# শিক্ষাঙ্গনে মৃত্যুর কারবার বন্ধ করতে হলে

অস্ত্রের রাজনীতির পরিণতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের আবদুল হালিম নামে একজন ছাত্র গত মঙ্গলবার দুপুর রাতে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। বুধবার দিন এই মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনায় প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষে গুলীবিদ্ধ হয়ে অপর একজন ছাত্র হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। মারা গেছে একজন হতভাগ্য বিস্ফোচালক মারাত্মক আহত ছাত্রটির নাম আসাদ আহমেদ মুন্না (ছাত্র লীগ, জাসদ-ইনু)।

পুরানো সংঘর্ষের জের ধরে হিংসার রাজনীতির আগুন আবার নতুন করে জ্বলে উঠেছে। এহেন পরিস্থিতির মুখে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য। সাথে সাথে পরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত।

এই হত্যার রাজনীতির ট্রাজেডীকে ঘিরে দুঃখের পাঁচালী অর্থহীন। আত্মঘাতী পথে তরুণ প্রাণের এই আহুতি আমাদের হৃদয়কে যতই ভারাক্রান্ত করুক, নিন্দার ভাষা যতই কঠোর হোক, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের অনুশীলন ছাড়া এটা বন্ধ হবার নয়।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, শিক্ষা নীতির জন্য আন্দোলন, ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন—সব পিছনে ঠেলে দিয়ে সম্প্রতি হলে সীট দখলের রাজনীতির অন্ধ গহ্বরে হিংসা বার বার ফণা তুলছে।

এই হত্যাকাণ্ডের কোন প্রত্যক্ষদর্শী নেই। পূর্ব ঘটনাবলীর জের ধরে আততায়ীর দলগত পরিচয়ের সনাক্তকরণ চলে আসছে। কিন্তু অস্ত্র কোথা থেকে আসে। কোন পক্ষই তো নিরস্ত্র থাকে না। কেন এমন হয়। এ সব প্রশ্নের জবাব চাওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। শুধু হত্যা ক্রমাগত নবতর হত্যাকে টেনে আনছে।

সরকার পক্ষ থেকে যাই বলা হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আধুনিক অস্ত্র আমদানীর দায়িত্ব তারা এড়াতে পারেন না। ১৭টি ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ এবং আওয়ামী লীগসহ পাঁচটি দলের মন্তব্যে এ কথাটি তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও জোর দিয়ে বলেছে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে অস্ত্র আমদানী বন্ধ করতে পারে। এ প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিস্থিতির উন্নতি সাধন সম্ভব নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে সীট দখলের রাজনীতি সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজে সংক্রমিত হয়েছে। সেখানেও সংঘর্ষের মুখে কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখানেও উক্ত দু'টি ছাত্র সংগঠনের সীট দখলের রাজনীতি ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠনসমূহ এই অবস্থা অবসানের জন্য এগিয়ে এসেও এই চোরাবালি থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পায়নি। সৎ সংকল্প আর বিবৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনকে স্তব্ধ করতে পারেনি।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। একদা শিক্ষার গৌরবের সাথে মিশেছিল দেশের মুক্তির জন্য ছাত্রদের গৌরবের সমাচার। আর বর্তমানে সেখানে আবাসিক হল এলাকায় রাতের নিস্তব্ধতা ধাতব গর্জনে খান খান হয়, দিনের আলোয় পর্যন্ত ঝলসে ওঠে আগ্নেয়াস্ত্র। প্রাণঘাতী হিংসার কুটিল থাবা কোন উপলক্ষে কখন কিভাবে নখদন্ত বিস্তার করবে তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না।

রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ছাত্র অঙ্গসংগঠনকে একটি শক্তিশালী বাহু হিসেবে গণ্য করে, কিন্তু দায়িত্ব বহন করতে রাজি নয়। সেখানে কীভাবে তাদের হাতে অস্ত্র উঠে, কিভাবে সশস্ত্র 'বহিরাগতরা' বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষে শরিক হয়, নিন্দা ও ধিক্কারের মামুলী ভাষা আর উত্তোর চাপান ছাড়া তার কোন সদুত্তর মেলে না। রাজনীতির শরিকী বিবাদে গণতন্ত্র উপাস্য নয়। শুধু সরকার বনাম বিরোধী দলের প্রশ্নে গণতন্ত্রের জন্য আকাশ বিদীর্ণ-করা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

তাই এই প্রহসনের যবনিকা পড়ে শিক্ষাঙ্গনে বার বার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। যার বুকের ধন খালি হয় তার হাহাকার আমাদের কানে পৌঁছে না। কিন্তু রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের মাতম বোমা-ককটেলের বিস্ফোরণের শব্দে কিংবা আরও কোন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকাশমান।

আমরা ইতিপূর্বে স্ব স্ব ছাত্র সংগঠনগুলোকে অস্ত্রমুক্ত করার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু নিজস্ব দলীয় অবস্থান থেকে ন্যায়-অন্যায় বিচার ও গণতন্ত্রের জন্য অন্যের প্রতি উপদেশের বাইরে তারা পা বাড়াতে নারাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দু'দিনের সহিংস ঘটনাবলী তার সাক্ষ্য। অতীতের উদাহরণ নতুন করে টেনে এনে লাভ নেই।

কিন্তু এভাবে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে এই পরিস্থিতির হাত থেকে অতীতেও উদ্ধার পাওয়া যায়নি; এবারও পাওয়া যাবে না।

আজ দুঃখের সাথে হলেও বলতে হচ্ছে, ছাত্রদের হিংসাত্মক কাজে ব্যবহারের প্রবণতার অবসান ছাড়া এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশের নতুন ও ভিন্নতর বিন্যাস ব্যতীত এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের পথ নেই।

অতীত গৌরবের সঞ্চয় নিয়ে বেচা-কেনার মত অবস্থা এখন আর নেই। একই সাথে এ কথাও চরম দুঃখ ও লজ্জার সাথে স্বীকার করতে হবে, মুহুর্মুহু এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার পরও শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নিয়ে আমাদের সংবেদনশীলতা যুক্তিহীন ও মূঢ়তার পর্যায়ে উপনীত।

সরকারী দল ও বিরোধীদল নির্বিশেষে সকল রাজনীতিকরা একত্রে এই অবস্থা এখনও ফিরাতে পারেন। পারস্পরিক দোষারোপ সন্দেহ, অবিশ্বাস ঘৃণাকে হাওয়া দিয়ে তা হবার নয়।

কিন্তু এই আবেদনে সাড়া দেওয়ার জন্য কেউ কি তাগিদ অনুভব করছেন? নতুবা মৃত্যু নিয়ে এই রাজনীতির ব্যবসা শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায় দেওয়ার আর কোন বিকল্প পথ নেই।